জুন | ক্রো | ড় |
২০০৯ প | ত্র |

# চাষের কথা

কৃষক ও কৃষিকর্মীদের তথ্য বিনিময় মঞ্চ

## বিকল্প ||

## শস্য || চাষ

### বোরো ধানের বিকল্প

**অ নি র্বা ণ ব্যা না র্জী**

পশ্চিম মেদিনীপুরের হনুমন্তনেগুড়িয়ায় বিকল্প চাষের পরীক্ষা হয়েছে। এই পরীক্ষা বোরো ধানের বদলে অন্য ফসলের। হনুমন্তনেগুড়িয়া গ্রাম রোহিনী গ্রাম পঞ্চায়েতে, ব্লকের নাম সাঁকরাইল।

এই পরীক্ষার জমিটা গ্রামের দক্ষিণে। জমির পূর্বে সোনাথলি, পশ্চিমে ডুলুং নদী, দক্ষিণে পড়িয়াড়ি পাড়া ও ডুলুং নদী।

২০০৭ -এ এই গ্রামে বন্যা হয়। ডুলুং ভাসে। জমির পাশে গোলাপদহ বলে একটা বড় দিঘি ছিল, দিঘিটাও ভাসে। বন্যায় ক্ষতি হয় ২০০ বিঘের মতো জমির। আমন ধান নষ্ট হয়। প্রান্তিক চাষিরা এইসব জমির মালিক।

ডিআরসিএসসি-র পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্য করা হয়। ওখানে কাজ করে হাঁড়িভাঙা উত্তরণ সমাজ কল্যাণ সমিতি। এই সমিতি মারফত ডিআরসিএসসি কৃষকদের বীজ দেয়। পায় ৪৮ জন (সারণি ১-দ্রষ্টব্য)। সব শস্যের ফলনই হয়েছিল। তবে সরষে ও তিসি নষ্ট হয়।[১] বাদাম ভালো হয়, বিক্রি হয় অনেকটাই (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

২০০৮-এ আবার বন্যা হয়। নষ্ট হয় খরিফ মরশুমের ফসল। প্রায় ১২০ বিঘে জমিতে পলি, নুড়ি ও পাথরের আস্তরণ পড়ে। ভালো জমি বলতে হাতে থাকে ৮০ বিঘে। এবার পুরোপুরি বোরো বন্ধ করে ৪০ বিঘে জমিতে বাদাম ও ৪০ বিঘায় তিল করা হয়। এজন্য ডিআরসিএসসি থেকে চাষি পিছু ৫ কাঠায় ৫ কেজি বাদামবীজ (খোলা ছাড়ালে ৪ কেজি) সঙ্গে রাইজোবিয়াম ১ প্যাকেট (৩০০ গ্রাম) ও ট্রাইকোডারমা ভিরিডি ১ প্যাকেট (৩০০ গ্রাম)। যাদের ৫ কাঠার বেশি জমি, তারা বাড়তি বাদাম বীজ বাজার থেকে কেনে। তিল চাষে ডিআরসিএসসি-র কোনো সহযোগ ছিল না।

লাঙল দিয়ে মাটিকে ঝুরোঝুরো করে সেচ দেওয়া হয়।[২] সেচের পর মাটিতে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি মেশানো হয়। তারপর অঙ্কুরোদ্গমের মতো জো রেখে আবার লাঙল দিয়ে—মই করে লাঙলের লাইনে ৫´´-৬´´ দূরত্বে, (বিঘেয় ২০-২৫ কেজি) বীজ রাইজোবিয়াম মিশিয়ে লাইন বরাবর ফেলে দেওয়া হয়। ফিরে, মই দিয়ে মাটি সমান করে ঢেকে দেওয়া হয়। মাসখানেক পরে আবার সেচ দিয়ে মাটি কুপিয়ে জমিকে আগাছামুক্ত করা হয়। ১৫-২০ দিন পর তৃতীয় সেচ। জলের অভাব হলে কোথাও কোথাও চতুর্থ সেচও লাগে।

বাদাম চাষে জল কম লাগে, সার কম লাগে, ঝুঁকি কম। বাদাম মাটিকে সজীব রাখতে সাহায্য করে। অর্থকরী ফসল হিসেবেও বাদামের চাহিদা বেশ।

এইসব কারণে, হনুমন্তনেগুড়িয়ার কৃষকরা দুই মরশুম চাষের

---

১ সম্ভাব্য কারণ : খারাপ বীজ, দেরিতে বোনায় জাবপোকা, ফসল বোনার ডিজাইনে গরমিল

২ এজন্য সরকারি RLI বা গোলাপদহের জল পাম্প করে জমিতে দেওয়া হয়। RLI -এর জন্য বিঘা প্রতি ২০০ টাকা ও পাম্পসেটের জন্য ঘণ্টা প্রতি ৫০ টাকা। মোট ৩-৪টি সেচ। বোরোর জন্য সেক্ষেত্রে ৭ দিন অন্তর সেচ — ৩ মাসে ১২ টা কমপক্ষে।

পর, বোরোর বদলে বাদামের দিকেই ঝুঁকছেন। আগ্রহী হচ্ছেন বোরো বন্ধ করে বাদাম করার দিকে।

**সারণি - ১**

**২০০৭-এর বীজ বিতরণ**

| | | |
|---|---|---|
| ৩০ জন | ১৮০ কেজি | বোরো |
| ৩২ জন | ২৪০ কেজি | গম |
| ৩০ জন | ১৫০ কেজি | বাদাম |
| ৫ জন | ১ কেজি | সরষে |
| ২ জন | ১ কেজি | তিসি |

**২০০৭-এর রবির উৎপাদন**

| শস্য | ফলন | জমির পরিমাণ |
|---|---|---|
| ধান | ৮০ কুইন্ট্যাল | ১০ বিঘে |
| গম | ৫১ কুইন্ট্যাল | ১৪ বিঘে ১০ কাঠা |
| বাদাম | ৩২ কুইন্ট্যাল | ৮ বিঘে |

(বিঘে প্রতি ৪ কুইন্ট্যাল)

**সারণি - ২**

**২০০৭-এর ফলন দেখে আনুমানিক হিসেব***

কৃষকরা বাদাম ও বোরো চাষের আয়-ব্যয়ের তুলনামুলক বিশ্লেষণ করে লাভের অংশটি নির্দিষ্ট করেন। যা থেকে বাদাম চাষ করার আগ্রহ এবং যৌক্তিকতা বুঝতে পারা যায়।

**১ বিঘেয় বাদাম চাষ**

| | |
|---|---|
| RLI | ১৮৯.০০ |
| লাঙল (৪টি)[৩] | ৪০০.০০ |
| বীজ | ৭২০.০০ |
| সার | ১০০.০০ |
| শ্রম | ৫০০.০০ |
| মোট ব্যয় | ১৯০৯.০০ |
| মোট উৎপাদন | ৪ কুইন্ট্যাল |
| ১ কুইন্ট্যাল বাদাম বিক্রয়মূল্য - | ২৩০০.০০ |
| ৪ কুইন্ট্যাল বাদাম ” - | ৯২০০.০০ |
| আয় | ৯২০০.০০ |
| ব্যয় | ১৯০৯.০০ |
| মোট লাভ | ৭২৯১.০০ |

**১ বিঘেয় বোরো চাষ**

| | |
|---|---|
| RLI | ৬৭২.০০ |
| লাঙল (৫টি) | ৫০০.০০ |
| বীজ | ১৫০.০০ |
| সার | ৫০০.০০ |
| কীটনাশক | ১৫০.০০ |
| শ্রম | ১৫০০.০০ |
| মোট ব্যয় | ৩৪৭২.০০ |
| মোট উৎপাদন | ৮ কুইন্ট্যাল |
| ১ কুইন্ট্যাল বিক্রয়মূল্য - | ৭০০.০০ |
| ৮ কুইন্ট্যাল ” - | ৫৬০০.০০ |
| আয় | ৫৬০০.০০ |
| ব্যয় | ৩৪৭২.০০ |
| মোট লাভ | ২১২৮.০০ |

*দলে বসে নেওয়া

[৩] বলদ + লাঙল + শ্রম = দিনপ্রতি ১০০.০০

**২০০৮ -২০০৯ রবি মরশুমে ফলনের হিসেব**

**প্রফুল্ল মণ্ডল**

জমির পরিমাণ ১০ কাঠা

**ব্যয় :**

| | |
|---|---|
| লাঙল ১১০.০০ X ৩ | ৩৩০.০০ |
| RLI | ১০০.০০ |
| শ্রম[৪] ১০ দিন X ৫০.০০ | ৫০০.০০ |
| ফসফেট সার ১০ কেজি X ৫ টাকা | ৫০.০০ |
| পটাশ সার ৫ কেজি X ৬ টাকা | ৩০.০০ |
| ভার্মি কম্পোস্ট ২ প্যাকেট | ২৫.০০ |
| (এক প্যাকেট = ১৫-২০ কেজি) | |
| গাদাসার ২৫ ঝুড়ি X ৪ টাকা | ১০০.০০ |
| (১ ঝুড়ি = ৭-৮ কেজি) | |
| মোট ব্যয় | ১১৩৫.০০ |

**উৎপাদন :**

১ কুইন্ট্যাল ৭০ কেজি
ঘরে ব্যবহার ২০ কেজি
বিক্রি ১ কুইন্ট্যাল ৫০ কেজি
বাজার মূল্য[৫] ২১০০.০০ / কুইন্ট্যাল

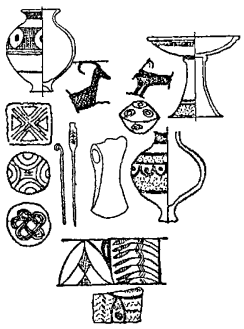

[৪] এই শ্রম ৬ ঘণ্টার। শুরু ও শেষেরও নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা থাকেনা।

[৫] বিক্রির জন্য পরিবহন খরচ নেই। মহাজন গ্রামে এসে বাদাম সংগ্রহ করে।

**সারণি -২-এর**
**বীজ-সার-এর, সাধারণ পরিমাণ**

১ বিঘে বাদাম চাষে :

**বীজ**
২০ কেজি

**সার**
ফসফেট-১৫ কেজি /১০ : ২৬ : ২৬ – ১০ কেজি

১ বিঘে বোরো ধান চাষে :

**বীজ** -১৫ কেজি

**সার**
ইউরিয়া - ৩০ কেজি
ফসফেট ২০ কেজি /১০ : ২৬ : ২৬ - ১৫ কেজি / ডিএপি -১৫ কেজি
পটাশিয়াম - ১০ কেজি



**কীটনাশক**
মেটাসিড - ২৫০গ্রাম

*এই তথ্যায়নের কাজ হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ*

Book Post
Printed Matter

রূপ : অভিজিত দাস
হরফ : শিপ্রা দাস
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত নস্কর
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
**সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু**
ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত কুন্ডু কর্তৃক ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা ৭০০ ০৪২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত